# জিহাদের বরকতময় কাফেলার
# যুবকদের প্রতি পরামর্শ

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

**ষষ্ঠ পরামর্শ**
**আমিরের আনুগত্য করুন**

১৪৪২ হি. / ২০২১

জিহাদের বরকতময় কাফেলার

# যুবকদের প্রতি পরামর্শ

## ষষ্ঠ পরামর্শ

আমিরের আনুগত্য করুন


**মূল**

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

**অনুবাদ**

বিন ফারহান

**সম্পাদনা**

আবদুল্লাহ মানসুর

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

| “যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে প্রশস্ত স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সাওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” |
| --- |
| সূরা নিসা : ১০০ |

### ষষ্ঠ পরামর্শ: আমিরের আনুগত্য করুন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে উলুল আমর। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো; যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। [সূরা নিসা : আয়াত ৫৯]

একজন মুজাহিদ ভাইয়ের জন্য আমার ষষ্ঠ পরামর্শটি হলো: যখন আপনার কোনো আমির আপনাকে শরিয়াহসম্মত কাজের আদেশ করে, সেই আদেশ পরিপূর্ণভাবে মানার জন্য দৃঢ় চেষ্টা করুন এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করুন। এই কাজ আপনাকে আল্লাহর নৈকট্যলাভে সহায়তা করবে। কখনোই তাদের আদেশকে আপনার উপর কোনো বোঝা বা আপনার পথের বাধা মনে করবেন না। জেনে রাখুন, আপনার আমির আপনার থেকে আলাদা কেউ নন, এমনকি আপনার থেকে কোনোদিক দিয়ে উচ্চবর্গীয়ও নন; কেবল দায়িত্বের যে বোঝা তার কাঁধের ওপর চেপে আছে তা ছাড়া। আমরা মনে করি, তাদের সকলেই এই দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্ত হতে পছন্দ করবেন। আর আল্লাহ তা'য়ালাই সর্বজ্ঞ।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শীঘ্রই তোমরা ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হয়ে পড়বে। আর এ কারণে নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমরা লজ্জিত হবে। [সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম]

প্রিয় মুজাহিদ ভাই, জেনে রাখুন, জিহাদ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মুসলিম জামাতের একতা ও আনুগত্যের ভিত্তির ওপর; আর সেই জামাত গড়ে উঠেছে নেতৃত্বের ওপর; এবং নেতৃত্বের ভিত্তি শোনা ও মানার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আপনার আমির আপনার চেয়ে বয়সে ছোটো হলে, ইলমের ময়দানে ও অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে থাকলে, শক্তিমত্তায় দুর্বল হলে কিংবা তার চেয়ে আপনার গ্রহণযোগ্যতা অন্যদের নিকট বেশি হলেও, কখনোই তাকে অমান্য করবেন না। যতক্ষণ সে হক্কের ওপর অবিচল থাকে ততক্ষণ তাকে সমর্থন করুন, কখনো (এ ব্যাপারে) তার মধ্যে কমতি দেখা দিলে তাকে পরামর্শ দিন। আর ঐসব লোকের পথে চলার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, যারা বলেছিল:

قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ

“আমাদের ওপর তার রাজত্ব কীভাবে হতে পারে, যখন আমরাই তার চেয়ে রাজত্বের অধিক হক্বদার, এবং তাকে অনেক বেশি সম্পদ দেওয়া হয়নি!” [সূরা বাক্বারাহ : আয়াত ২৪৭]

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে বিরত থেকে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই আপনার উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন। আল্লাহ সুবহানাহু তা’য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে উলুল আমর। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো; যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। [সূরা নিসা : আয়াত ৫৯]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো। আর যে আমার নাফরমানি করলো, সে আল্লাহ্‌রই নাফরমানি করলো। এবং যে আমার (নিয়োগকৃত) আমিরের আনুগত্য করলো, সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে আমার (নিয়োগকৃত) আমিরের নাফরমানি করলো, সে আমারই নাফরমানি করলো। [সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম]